পূজারাদের জন্য নেটে বল করলেন দ্রাবিড়ও

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি-বধের ছক

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চলো দল বেঁধে লড়াই করি। প্রথম টেস্টের আগে প্র্যাকটিসের পর টিম হাডলে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কানপুরে বুধবার। ছবি ঃ টুইটার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : বদলার ম্যাচ।

বদলের লড়াই। বিশ্বকাপ-হারের হিসেব টি২০ সিরিজে সম্পন্ন। এবার ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল পরাজয়ের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার পালা। গত জুনে বিরাট কোহলি ব্রিগেডের স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়েছিল কিউয়ি প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে।

আগামীকাল বিরাট নেই। কিন্তু বদলার মানসিকতা অটুট ভারতীয় শিবিরে। ঐতিহ্যের গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামে যা সঙ্গী করে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারত মুখোমুখি নিউজিল্যান্ডের। প্রস্তুত জবাবি ম্যাচে স্পিন-অস্ত্রেই বাজিমাতের নীল নকশাও।

গ্রিনপার্ক বরাবরের স্পিনারদের স্বর্গভূমি। মাঝের বাইশ গজের সঙ্গে স্টেডিয়ামের নামের মিল খুঁজতে

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড, প্রথম ম্যাচ, কানপুর, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে, সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

গেলে গোড়াতেই হোঁচট খেতে হবে। সবুজহীন উইকেটের যে পরম্পরা বদলাচ্ছে না ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টেও।

গ্রিনপার্কের ইতিহাসজুড়ে স্পিন-দাপটের হরেক কাহিনী। জেশুভাই প্যাটেলের স্পিনে অজি-বধের গল্প এখনও লোকগাথা। ২০১৬-তে তেমনই একটা কাহিনী লিখেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজা জুটি। সেটাই ছিল গ্রিনপার্কে শেষ টেস্ট। লক্ষ্মীবারে আগামীকাল অপেক্ষার পাঁচ বছরে ইতি পড়ছে। কাকতালীয়ভাবে ২০১৬-র মতো এবারও প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড।

আবারও স্পিন-অস্ত্রে কিউয়ি-বধের ছক। গ্রিনপার্কে ৩৮ বছরের আধিপত্য বজায় রাখার শপথ। রাহানে এদিন বলেও দিয়েছেন, হোম সিরিজের পূর্ণ ফায়দা তুলতে চান। পরিষ্কারভাবে টার্নিং পিচের ইঙ্গিত। গ্রিনপার্কের পিচ কিউরেটর শিব কুমারও বলেছেন, প্যাটেল তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন। আর সাম্প্রতিককালে মইন আলি, নাথান লায়োনদের বিরুদ্ধে বারেবারে হোঁচট খাওয়ার নজির তো রয়েইছে। তার ওপর লোকেশের বিসিসিআই বা ভারতীয় দল কোনও অনুরোধ করেনি। তবে কানপুরের ট্র্যাডিশনাল টার্নিং পিচই থাকবে। দ্বিতীয় দিন থেকেই বল ঘুরবে।

ভারতের কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ হচ্ছে না। প্রতিপক্ষ কেন উইলিয়ামসন ব্রিগেডের সঙ্গে থাকছে কোহলি, রোহিত শর্মা, মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুলদের ছাড়া খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ। আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয়সারির দল। একাধিক শূন্যতা রাতারাতি পূরণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয়, তৃতীয় নিয়ে ভাবতে অবশ্য নারাজ রাহুল দ্রাবিড়রা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তৃতীয়সারির ভারতীয় দলের মিরাকল ঘটানোর স্মৃতি এখনও বেশ উজ্জ্বল। তবে স্পিন-সর্বস্ব উইকেট বুমেরাং করার মতো অস্ত্র মজুত কিউয়ি শিবিরেও। মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধিদের হালকাভাবে নেওয়া মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে আজাজ প্যাটেল তুরুপের তাস হয়ে উঠতে

এক নজরে

- ভারতে খেলা ৩৪টি টেস্টের মধ্যে মাত্র দুইটিতে জিতেছে কিউয়িরা। ১৯৬৯-'৭০ সালে নাগপুরে এবং ১৯৮৮-'৮৯ সালে মুম্বইয়ে।
- ৫ উইকেট পেলেই হরভজন সিংকে (৪১৭) পিছনে ফেলে ভারতীয় অফস্পিনার হিসেবে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়বেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।
- কপিল দেব, জাভাগল শ্রীনাথ, জাহির খান, ইশান্ত শর্মার পর পঞ্চম ভারতীয় পেসার হিসেবে ঘরের মাঠে ১০০ উইকেট থেকে চার শিকার দূরে উমেশ যাদব।
- কানপুরে যদি খেলেন এবং ৪ উইকেট নেন, তাহলে কাইল জেমিসন যুগ্মভাবে চলতি শতাব্দিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০ উইকেট প্রাপক হবেন।

হঠাৎ চোট ঘেঁটে দিয়েছে ব্যাটিং-কম্বিনেশনকে।

দ্রাবিড় অবশ্য আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন দলকে তৈরি রাখতে। স্ট্র্যাটেজি তৈরি, ব্যাটিং টিপস, পেপটক তো রয়েইছে। এদিনের নেট সেশনে একেবারে নেটবোলারের ভূমিকায় মি. ডিপেন্ডেবল! চেতেশ্বর পূজারাদের প্র্যাকটিস দিতে বেশ কয়েক ওভার অফস্পিন বোলিংও করলেন। দায়বদ্ধতা! ভালোই টার্ন করছিলেন। এর থেকে মাঝের বাইশ গজের একটা পূর্বাভাস মিলতেই পারে।

ওপেনিংয়ে মায়াঙ্ক-শুভমান। মিডল অর্ডারে চেতেশ্বর পূজারা, রাহানের সঙ্গে শ্রেয়স আইয়ার। অধিনায়ক রাহানে এদিনই জানিয়ে দিয়েছেন, আগামীকাল শ্রেয়সের (ভারতের ৩০৩তম ক্রিকেটার হিসেবে) টেস্ট অভিষেক ঘটছে। এখন প্রশ্ন পাঁচ নাকি ছয়, কয়জন ব্যাটসম্যান নিয়ে নামবে ভারত। তবে তিন স্পিনার ও দুই পেসারের কম্বিনেশনেই সম্ভবত যাচ্ছেন দ্রাবিড়রা। অর্থাৎ অশ্বীন, জাদেজার সঙ্গে অক্ষর।

গ্রিনপার্ক অশ্বীনের পয়মন্ত মাঠ। ২০১৬-র টেস্ট ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন। জাদেজার ঝুলিতে ৬। দুজনেই শেষ করে দেন নিউজিল্যান্ডকে। সম্ভাব্য টার্নিং পিচে ফের জোড়া রবির দাপটের হাতছানি। আর পিচ থেকে টার্ন মিললে অক্ষর কতটা ঘাতক, গত ইংল্যান্ড হোম সিরিজে প্রমাণিত। সামি-বুমরাহ নেই। ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ ও উমেশ যাদবের মধ্যে দুইজন খেলবেন, যাঁদের ওপর দায়িত্ব থাকবে উইলিয়ামসন, টেলর, ল্যাথামদের পরীক্ষা নেওয়ার।

ভারতের মূল টার্গেট অবশ্য উইলিয়ামসনের উইকেট। কিউয়ি অধিনায়ককে দ্রুত ফেরানো মানে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। ম্যাচের চাবিকাঠি লুকিয়ে মূলত ভারতীয় ব্যাটিং বনাম কিউয়ি বোলিং টক্করেই। অনভিজ্ঞ, নড়বড়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ফায়দা নেওয়া টার্গেট কিউয়িদের। স্পিনারদের সঙ্গে রয়েছে টিম সাউদি, নীল ওয়াগনারদের পেস।

রাহানের জন্য ডাবল-পরীক্ষা। অধিনায়ক হিসেবে 'অপরাজিত' থাকার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখা ও নিজের টলমলে কেরিয়ারকে সুরক্ষিত করা। ইংল্যান্ড সফর জঘন্য কেটেছে। চলতি সিরিজেও ব্যাডপ্যাচ বজায় থাকলে পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের প্রশ্নচিহ্নটা আরও বড় হবে। তবে নেতৃত্ব বরাবরই রাহানের থেকে সেরাটা বের করে এনেছেন।

বিরাটহীন কানপুর টেস্টে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলে দ্রাবিড়ের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট, আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে রাহানে-পূজারার রান পাওয়া ভারতের জন্য জরুরি।

গ্রিনপার্কের ইতিহাস বলছে, শেষবার ভারত এখানে হেরেছে ১৯৮৩-তে। তারপর অপরাজিত। নিউজিল্যান্ড অপরদিকে, গ্রিনপার্কে তিনবার খেলে দুইবারই হেরেছে। রেকর্ড, পরিস্থিতি, হোম অ্যাডভান্টেজ- ভারত নিঃসন্দেহে ফেভারিট। রস টেলররাও তা মানছেন। আগামী পাঁচদিনে সেই ফেভারিট তকমার মর্যাদা রাখাই পাখির চোখ দ্রাবিড় ব্রিগেডের।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেওয়ার পর লাফ রোনাল্ডোর। ছবি ঃ এএফপি

পরের পর্বে চেলসিও

ফুল ফোটালেন সিআর, নকআউটে ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-২
(রোনাল্ডো ৭৮ মি., স্যাঞ্চো ৯০ মি.)
ভিয়ারিয়াল-০

চেলসি-৪
(ট্রেভোহ ২৫ মি., জেমস ৫৫ মি., ক্যালাম ৫৮ মি., ওয়ের্নার ৯০+৫ মি.)
জুভেন্তাস-০

ভিয়ারিয়াল, ২৪ নভেম্বর : এক প্রাক্তন সতীর্থ ওলে গানার সোলসায়ারের চাকরি যাওয়া আটকাতে পারেননি। তবে আরেক প্রাক্তন সতীর্থ মাইকেল ক্যারিককে শক্ত জমির ওপর দাঁড় করাতে পদক্ষেপ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ইউরোপিয়ান পর্যায়ে প্রথমবার কোনও ব্রিটিশ ক্লাবের জার্সিতে কেউ টানা পাঁচ ম্যাচে স্কোরবুকে নাম তুললেন। মঙ্গলবার রাতে রোনাল্ডো ও জ্যাডন স্যাঞ্চোর গোলে ভর করে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েছে ইউনাইটেড। ৭৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত চিপে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। ৯০ মিনিটে লাল জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটা করলেন স্যাঞ্চো। এদিন নিজেরা জিতে ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এসেছে ইউনাইটেড। গ্রুপের অন্য ম্যাচে আটালান্টা-ইয়ং বয়েজ ৩-৩ গোলে ড্র করায় নকআউট নিশ্চিত হয়ে গেল রোনাল্ডোদের। যদি ভিয়ারিয়াল নিজেদের শেষ ম্যাচে না জেতে, সেক্ষেত্রে ইয়ং বয়েজের কাছে হারলেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পরের পর্বে যাবে ৩ বারের ইউরোপ সেরা ইউনাইটেড।

জয় সত্ত্বেও প্রথম ম্যাচের দল নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের মুখে অন্তর্বর্তী কোচ ক্যারিক। ইউনাইটেড মিডফিল্ডের হৃৎপিন্ড ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে প্রথম একাদশে রাখেননি। তার পরিবর্তে শুরু থেকে খেললেন ডনি ভ্যান ডে বিক। এরপরই জল্পনা শুরু হয়, চলতি মরশুমে ফর্মের বিচারে নতুন হেডস্যারের গুডবুকে নেই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। যদিও ক্যারিকের কথায়, 'ব্রুনো দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওকে অপছন্দের কোনও কারণই নেই। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে আমরা দল নির্বাচন করি। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাঁচ বদলির নীতি রয়েছে। ফলে সকলকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো যায়।' ৬৬ মিনিটে ডনির বদলেই মাঠে নামেন ব্রুনো। স্যাঞ্চোর গোলের ক্ষেত্রে সাহায্যকারীর ভূমিকায় ছিলেন তিনি। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল না পেলেও ৫টি গোল করিয়েছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের আরেক দল চেলসি নকআউটে জায়গা করে নেওয়ার পাশাপাশি প্রথম পর্বে হারের বদলাও নিল। তাদের কাছে ০-৪ গোলে হেরে লজ্জার রেকর্ড গড়ল জুভেন্তাস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৭ বছর ৪ গোল হজম করেনি তারা। ইউরোপিয়ান পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের পর এত বড় ব্যবধানে হার। এদিন চেলসির হয়ে গোলগুলি করেন ট্রেভোহ চালোবাহ, রিস জেমস, ক্যালাম হাডসন-ওডোই এবং টিমো ওয়ের্নার। গত ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়া টমাস টুচেলের অধীনে এদিন ৫০তম ম্যাচটা খেলল চেলসি। বড় ব্যবধানে জিতে কোচকে উপহার দিলেন ব্লুজ ফুটবলাররা। এই গ্রুপ থেকে জুভেন্তাস আগেই নকআউটে গিয়েছে। গ্রুপের অন্য ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল জেনিথ ও মালমো।

রাহুল দ্রাবিড়ের ক্লাসে ছাত্র চেতেশ্বর পূজারা। বুধবার কানপুরে।

শ্রেয়সের টেস্ট অভিষেক আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : নিজের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন। দলের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করেননি। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে তাঁর পরামর্শ পেয়ে গিয়েছেন। শ্রেয়স আইয়ারের আগামীকাল কানপুরের গ্রিন পার্কে টেস্ট অভিষেক হচ্ছেই।

আজিঙ্কা রাহানের সাংবাদিক সম্মেলন মানেই সহজ কথা সহজভাবে বলে দেওয়া। বিরাট কোহলির মতো একটা প্রশ্নের দীর্ঘ জবাব তিনি সচরাচর দেন না। আজ দুপুরের ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনেও সেভাবেই নিজেকে মেলে ধরেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের জিঙ্কস (রাহানের ডাকনাম)। সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'লোকেশ রাহুলের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়াটা অবশ্যই দলের জন্য ধাক্কা। ভালো ফর্মেও ছিল ও। কিন্তু কিছু করার নেই। বাস্তবকে মেনে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, আগামীকাল শ্রেয়সের টেস্ট অভিষেক হচ্ছে।'

টিম ইন্ডিয়ার মিডলঅর্ডার ব্যাটিংয়ের ভরসা হিসেবে রাহানে নিজে দলের অন্দরে ভালো জায়গায় নেই। ব্যাটে রান নেই তাঁর। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মেলবোর্ন টেস্টে শেষ শতরান। তারপর থেকে ব্যাটে রান খরা চলছে রাহানের। দল থেকে তাঁর বাদ পড়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে। টিম ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী অধিনায়ক রাহানে মাঠের বাইরের এসব ভাবনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'ফর্ম নিয়ে তেমন চিন্তিত নই আমি। নিজের কাজটা জানি। দলের সাফল্যের জন্য যা প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন-করতে তৈরি আমি। দলকে জেতানোর জন্য সবসময় শতরান করতেই হবে, এমন ভাবনায় বিশ্বাস করি না। অনেক সময় ৩০, ৪০, ৫০ রানের ইনিংসও ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়।' কোহলি, রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে ভারতীয় টেস্ট দলের অনেকেই নিউজিল্যান্ড সিরিজে নেই। কেউ বিশ্রামে। কারোর আবার চোট। এইসব কারণেই টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটিও বদলে যাচ্ছে আগামীকাল। অনেকদিন পর মায়াঙ্ক আগরওয়াল-শুভমান গিল জুটিকে টেস্ট ওপেনিংয়ে দেখা যাবে। রোহিত-লোকেশের বদলি হিসেবে মায়াঙ্ক-গিল জুটির উপর নিজের ভরসার কথা জানিয়ে রাহানে আজ বলেন, 'রাহুল-রোহিত জুটি সাম্প্রতিক অতীতে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। কিন্তু এই ম্যাচে ওদের পাওয়া যাচ্ছে না। বদলে মায়াঙ্ক-শুভমানের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। ওপেনিং জুটির বদল নিয়ে ভাবছি না।'

কানপুরের গ্রিন পার্ক ঐতিহাসিকভাবে স্পিনারদের স্বর্গ। ইতিহাস বলছে, যখনই এখানে টেস্ট হয়েছে, স্পিনারদের দাপট দেখা গিয়েছে। কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারত কি তিন স্পিনারে দল নামাবে? ভারতীয় দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশনের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন কার্যনির্বাহী অধিনায়ক রাহানে। তাঁর কথায়, 'দলের কম্বিনেশন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। ভারতের পিচে সাধারণত স্পিনাররা সাহায্য পায়। সময়ের সঙ্গে বল ঘোরে, নীচুও হয়। সবদিক খেয়াল রেখেই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করব আমরা। যারাই খেলবে, মাঠে একশো শতাংশ দেবে।' কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে পাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটের ভালোই হবে, মনে করছেন রাহানে। তাঁর কথায়, 'রাহুলভাই আমাদের ইতিমধ্যেই ম্যাচ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। সেসব মাথায় রেখেই মাঠে নামব আমরা।'

অ-জা জুটিকে নিয়ে চিন্তায় কেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রথম দিন থেকেই বল ঘুরবে। সময়ের সঙ্গে উইকেট ভাঙবে। বল নীচুও হবে। আর ভারতীয় দলের ঘূর্ণির ঘেরাটোপের সামনে তলিয়ে যাবে বিপক্ষ দল।

উপমহাদেশে টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এমনটাই দস্তুর। কাল কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামার আগে ঘোরতর দুশ্চিন্তায় কেন উইলিয়ামসন। টিম ইন্ডিয়ায় রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার মতো বিশ্বমানের স্পিনার রয়েছেন। মিলিতভাবে যাঁদের আন্তর্জাতিক উইকেটের সংখ্যা প্রায় ৭০০। তুলনায় নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার আজাজ প্যাটেল ও অফস্পিনার উইলিয়াম সমরভিল 'দুধের শিশু'। ভারতের মাটিতে বোলিংয়ের অতীত অভিজ্ঞতাও তাঁদের নেই। এমন অবস্থায় আজ সকালে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কিউয়ি অধিনায়ক অ-জা জুটিকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা গোপন করেননি। উইলিয়ামসন বলেন, 'ভারতের মাটিতে সফল হতে গেলে স্পিন সামলানোর স্কিল জানতেই হবে। অতীতে বহু দলই এখানে এসেছে। আর স্পিনের সামনে ভেঙে পড়েছে। অশ্বীন-জাদেজার মতো স্পিনার যে দলে রয়েছে, তাদের বাড়তি সমীহ করতেই হবে। আমাদের স্পিনারদেরও দ্রুত এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।'

নিউজিল্যান্ডকে ঘূর্ণিপাকে ফেলতে তৈরি হচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

গত জুন মাসে ইংল্যান্ডের সাদাম্পটনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে টিম ইন্ডিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেই দলের প্রথম একাদশে বহু বদল করতে চলেছে নিউজিল্যান্ড। কারণ, খেলা এবার ভারতের মাটিতে। যেখানে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে নিজেদের 'আন্ডারডগ' বলছেন কিউয়ি অধিনায়ক কেন। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় দলের শক্তি সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা রয়েছে। আমাদের অনেক কিছুর সঙ্গে এখন মানিয়ে নিতে হবে। চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমরা তৈরি। কিন্তু তারপরও নিজেদের ফেভারিট বলতে পারছি না। বরং বলতে চাই, টেস্ট সিরিজে আমরাই আন্ডারডগ।' গত জুন মাসে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ভারতীয় দলেও অনেক বদল হয়েছে। কোহলি-রোহিত-ঋষভ-বুমরাহরা কাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে খেলছেন না। কিন্তু তারপরও নিজেদের ফেভারিট মানতে নারাজ কিউয়ি অধিনায়ক।

চিপকে আইপিএল হয়তো ২ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ইন্ডিয়ার প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএলের দেশে ফেরা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব জয় শা আগেই জানিয়েছেন, ২০২২ সালের দশ দলের আইপিএল ভারতের মাটিতেই হবে।

বড় কোনও অঘটন না হলে সেই আইপিএল শুরু হতে চলেছে আগামী বছরের ২ এপ্রিল। চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠ চিপকে আগামী আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে বলে খবর। আট থেকে দশ দলের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে আইপিএল। বেড়েছে ম্যাচের সংখ্যাও। সঙ্গে প্রতিযোগিতার মেয়াদও। জানা গিয়েছে, ২ এপ্রিল আইপিএল শুরু হওয়ার পর ফাইনাল হতে পারে ৪ অথবা ৫ জুন। সোজাকথায়, আইপিএল চলবে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে। বিসিসিআই সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আইপিএলের সূচি ঘোষণা হয়ে যাবে। প্রতিযোগিতার দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকেই ২ এপ্রিল শুরুর সম্ভাব্য দিনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

২ এপ্রিল আইপিএলের পঞ্চদশ সংস্করণ শুরুর আগে মেগা নিলামও হওয়ার কথা। সেই নিলামের দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, ৪ ডিসেম্বর বিসিসিআইয়ের এজিএম থেকেই আইপিএল নিলামের দিন ঘোষণা হতে পারে।

ইউরোপার আতঙ্ক বার্সেলোনা শিবিরে

বার্সেলোনা-০ বেনফিকা-০

বায়ার্ন মিউনিখ-২
(লেওয়ানডস্কি ১৪ মি., কোম্যান ৪২ মি.)
ডায়নামো কিয়েভ-১ (ডেনিস ৭০ মি.)

বার্সেলোনা, ২৪ নভেম্বর : সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট নিশ্চিত করার। তার পরিবর্তে ইউরোপা লিগ খেলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বার্সেলোনা শিবিরে।

মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ ছিল বেনফিকা। প্রথম পর্বে ০-৩ গোলের বদলা নেওয়ার সুযোগ ছিল তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি, জিতলেই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যেত কাতালান জায়েন্টরা। কিন্তু জয়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় গোলটাই করতে পারলেন না মেম্ফিস ডিপেরা। প্রথমার্ধে ইউসুফ ডেমিরের শট পোস্টে লেগে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে রোনাল্ড আরাউহোর গোল বাতিল হয়। এর বাইরে শুধুই সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী। উলটে খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগে হ্যারিস সেফারোভিচ নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া না করলে পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ত বেনফিকা।

ড্র করে মাথায় হাত বার্সেলোনার ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকের। মঙ্গলবার রাতে।

এদিন বেনফিকার বিরুদ্ধে হঠাৎ করেই ৩ সেন্টারব্যাক ফর্মেশনে দল নামান জাভি। কিন্তু তাতেও বার্সার বর্ণহীন ফুটবলে তেমন বদল আসেনি। পাঁচ ম্যাচের পর ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে বার্সা। তিনে থাকা বেনফিকার পয়েন্ট ৫। তবে শেষ ম্যাচে তারা খেলবে মাত্র ১ পয়েন্ট পাওয়া ডায়নামো কিয়েভের বিরুদ্ধে। সেখানে বার্সেলোনার লড়াই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে।

নকআউটে যাওয়ার জন্য দুটোই রাস্তা আছে ৫ বারের ইউরোপ সেরাদের সামনে। হয় বায়ার্নের বিরুদ্ধে জিততে হবে অথবা কিয়েভের হারা চলবে না বেনফিকার কাছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দুইটি পথই বেশ কঠিন।

এদিন বায়ার্ন অবশ্য একাধিক প্রতিকূলতা সামলেও জিতল কিয়েভের দলটির বিরুদ্ধে। চোট ও করোনার জন্য হাতেগোনা কয়েকজন ফুটবলার নিয়েই ইউক্রেনে ম্যাচ খেলতে গিয়েছে বাভারিয়ান জায়ান্টরা। রিজার্ভ বেঞ্চে বসা ছিলেন মাত্র ৬ ফুটবলার, যার মধ্যে ২ জন গোলরক্ষক। তার ওপর প্রায় গোটা ম্যাচজুড়েই চলল তুষারপাত। মাঠে জমা বরফের ওপরেই খেললেন ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, টমাস মুলাররা। ১৮ মিনিটে দুর্দান্ত ব্যাক ভলিতে দলকে এগিয়ে দিলেন এবছর ব্যালন ডি'অর জেতার দৌড়ে থাকা রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ৪২ মিনিটে লিড দ্বিগুণ করলেন কিংসলে কোম্যান। ৭০ মিনিটে কিয়েভের ডেনিস গার্মাশ ব্যবধান কমালেও ম্যাচের ফলে বদল হয়নি।

অবশ্য শক্তিশালী বায়ার্নের বিরুদ্ধে জেতার স্বপ্ন দেখছেন বার্সেলোনার কোচ জাভি। ম্যাচ শেষে বললেন, 'দলের খেলা দেখে আমি আশাবাদী। এভাবে খেললে আমরা যে কোনও দলের বিরুদ্ধে লড়তে পারব। এমনকি আমরা মিউনিখ থেকে জিতেও ফিরতে পারব। সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানো আমাদের ওপরই নির্ভর করছে।' এদিন দলের খেলা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'আমরাই ভালো খেলেছি। গোলটা করতে পারলে বলতাম একটা দুর্দান্ত ম্যাচ খেললাম। এভাবেই পরবর্তী ম্যাচগুলোয় খেলতে হবে। সেক্ষেত্রে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।' জাভি দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই ম্যাচে মাত্র ১ গোল করেছে বার্সা, সেটাও বিতর্কিত পেনাল্টি থেকে।

২০০৪ সালে শেষবার ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় ডিভিশনে (তৎকালীন উয়েফা কাপ) খেলেছে বার্সেলোনা। সেবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে গোলও করেছিলেন জাভি। এবার তাঁর আমলেই ফের ইউরোপা খেলার আতঙ্ক ফিরেছে ন্যু ক্যাম্পে।